বিজিএ/কাস/২০২৪/১০৬

২১ মে, ২০২৪

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়: চট্টগ্রাম বন্দর হতে আমদানিকৃত এলসিএল কার্গো দ্রুত ডেলিভারী গ্রহণ প্রসঙ্গে।

এতদ্বারা সম্মানিত সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বিভিন্ন আমদানীকারক কর্তৃক পণ্য ডেলিভারী না নেয়ায় সিএফএস শেডসমূহে এলসিএল কার্গো জমা পড়ে গিয়েছে। আমদানিকৃত এলসিএল পণ্য দ্রুত ডেলিভারী গ্রহণ করে বন্দরের সিএফএস শেডসমূহে রক্ষিত পণ্যের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সকলকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পোশাক শিল্পের আমদানীকৃত এলসিএল কার্গোসমূহ দ্রুত ডেলিভারী নেয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

এ সংক্রান্ত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পত্র নং- ডিটি/শিপ/বিজিএমইএ/পত্রালাপ/২০১৭/১১৪২ তারিখ- ২০/০৫/২০২৪ইং আপনাদের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

মোঃ ফয়জুর রহমান
মহাসচিব

BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H-1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh. Tel: +880 9638012345 | Hotline: +88 017 3044 2211 | E-mail: info@bgmea.com.bd | Web: www.bgmea.com.bd
Regional Office: BGMEA Bhaban (Level- 4 & 5), 669/E, Jhautala Road, South Khulshi, Chattogram. Tel: +880-2333379125-7 (PABX) | Fax: +880-2333379127 | E-mail: info@bgmeactg.org

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দর ভবন, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ০৩১-৩৩৩৩২২২০০-২৯, ফ্যাক্স ঃ ০৩১-৩৩৩৩১০৮৮৯
www.cpa.gov.bd

নং-ডিটি/শিপ/বিজিএমইএ/পত্রালাপ/২০১৭/১১৪২ তারিখ-২০-০৫-২০২৪ ইং।

বরাবর
প্রথম সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ গার্মেন্টস্ ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড
এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)
বিজিএমইএ ভবন (লেভেল-৪ ও ৫)
৬৬৯/ই, ঝাউতলা রোড
দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ- চট্টগ্রাম বন্দর হতে আমদানীকৃত এলসিএল কার্গো দ্রুত ডেলিভারী গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- আপনার পত্র নং-বিজিএমইএ/চট্ট/পোর্ট/২০২৪/৪৪৫, তারিখ- ০৫ মে, ২০২৪ইং।

১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম বন্দরে মোট ১২টি সিএফএস রয়েছে। সিএফএস শেড সমূহের সর্বমোট পণ্য ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৪২,৬৮৫ মেঃ টন।

২। শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর বিধান মতে কাস্টমস্ এর বাধ্যবাধকতা থাকায় চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকৃত এলসিএল কন্টেইনার আনস্টাফিং করতঃ কার্গো বন্দরের শেডে সংরক্ষণ করা হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের সিএফএস শেড সমূহে প্রায় ৪৫,০০০ মেঃ টন এলসিএল পণ্য সংরক্ষিত রয়েছে; যা শেড সমূহের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশী। শেডে রক্ষিত এলসিএল কার্গোর প্রায় ৭৫% গার্মেন্টস্ শিল্পের কাঁচামাল। ঈদ-উল-ফিতর এর ছুটি পূর্ববর্তী এবং ছুটি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে বিজিএমইএ-সহ অন্যান্য আমদানীকারকগণ কর্তৃক পণ্য ডেলিভারী না নেয়ায় সিএফএস শেডসমূহে এলসিএল কার্গো জমা পড়ে গিয়েছে। বিজিএমইএ সদস্য প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য আমদানীকারকগণ স্ব-স্ব আমদানীকৃত এলসিএল পণ্য দ্রুত ডেলিভারী গ্রহণ করলে বন্দরের সিএফএস শেড সমূহে রক্ষিত পণ্যের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। এতে আনস্টাফিং এর জন্য অপেক্ষারত এলসিএল কন্টেইনারের অপেক্ষমান সময়ও হ্রাস পাবে।

৩। এছাড়াও সূত্রোক্ত পত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং দেশের সার্বিক রপ্তানী বাণিজ্যে বিজিএমইএ এর প্রভূত অবদানের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ০২ (দুই)টি নতুন সিএফএস শেড (এফ শেড এবং এম শেড) চালু করতে যাচ্ছে। আগামী ০১ (এক) বছরের মধ্যে আরো ০১ (এক)টি সিএফএস শেড চালু করা হবে। উক্ত শেডসমূহ চালু হলে এলসিএল কার্গো সংরক্ষণের জন্য বন্দরে পর্যাপ্ত স্থানের সংস্থান হবে।

৪। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, চট্টগ্রাম বন্দরের সিএফএস শেডসমূহ হতে স্ব-স্ব আমদানীকৃত এলসিএল কার্গো দ্রুততার সাথে ডেলিভারী গ্রহণে বিজিএমইএ এর সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

সচিব
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
ফোন নং-০২-৩৩৩৩৩০৮৬৯

Shafiq
Pls circulate
21/5/2024